পাঠ্যক্রম

Meaning and Defination of curriculum.

পাঠক্রমের অর্থ ও সংজ্ঞা ??

⇒ শিক্ষা একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হল পাঠক্রম। মানুষ তৈরির জন্য যেসব শক্তিশালী উপাদানের প্রয়োজন হয় সেগুলির মধ্যে শিক্ষা হল সর্বোৎকৃষ্ট প্রকৃত শিক্ষাই মানুষের জন্য যোগ্য নির্ধারণ করে। এই যথার্থ শিক্ষা যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ওপর নির্ভর করে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল পাঠক্রম।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ :- পাঠক্রম শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'curriculum', 'curriculum' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'currere' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হল 'নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ'।

শিক্ষার্থী —পাঠক্রম→ লক্ষ্য

Defination (সংজ্ঞা) :-

According to 'Payne' —

" শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তার আচরণের পরিবর্তনের জন্য বিদ্যালয় যে সূচী নির্ধারণ এবং সচেতনভাবে পরিচালনা করে, তার সমন্বয় রূপ হল পাঠক্রম।

According to 19th century year book —

"The curriculum may be defined as the tota of the subject matter, activities and experience which constitutes pupil's school life". অর্থাৎ শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় জীবনে সমস্ত বিষয় কার্যাবলী এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়কে বলা হয় পাঠক্রম।

According to Enciclopedia Britanica —

পাঠক্রম হল বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বা বৃহত্তর অর্থে একটি নির্দিষ্ট মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে রচিত পাঠ্যবিষয়ের সমবায়।

সুতরাং, পাঠক্রম হল শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশের উপযোগী জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্যাবলী সুপরিকল্পিত, সুগঠিত এবং সুসমন্বিত অভিজ্ঞতার সমূহের একক সার্থক সমন্বয়।

6) Nature of curriculum.
[পাঠক্রমের প্রকৃতি / বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখো?]

=> পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট কোর্সের উদ্দেশ্য যেসকল বিষয়গুলি নির্বাচন করা হয় তাদের সমষ্টিকে বলা হয় পাঠক্রম।

পাঠক্রমকে আবার শিক্ষালয় অন্তর্ভুক্ত অভিজ্ঞতা সমষ্টি এবং শিক্ষালয় বহির্ভূত অভিজ্ঞতার সমষ্টিকেও বোঝায়,

পাঠক্রমের যেসকল প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় ——

▨ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যনির্ভর :- পাঠক্রমের অর্থই হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ বা মাধ্যম। তাই এই পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যেমন উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে থাকে তেমনি জাতীয় ও সামাজিক লক্ষ্য পূরণ হয়ে থাকে. তাই পাঠক্রম হল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যনির্ভর প্রক্রিয়া,

▨ সমষ্টিমূলক :- শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানো তাই শিক্ষার্থীর বিকাশ যাতে ঘটে এমন কিছু অভিজ্ঞতা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাই পাঠক্রম হল সমষ্টিমূলক,

▨ পরিবর্তনশীল :- সমাজ এবং পরিবেশ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হয় তাই পরিবর্তনশীল সমাজ এর সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমকে পরিবর্তন করতে হয় তা না হলে নতুন নতুন জ্ঞান অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করতে পারব না,

▨ নির্বাচনধর্মী :- শিশুর জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয় তাই পাঠক্রম হল নির্বাচনধর্মী, পাঠক্রমের নানা রকম বিষয়বস্তুর মধ্যে শিক্ষার্থী তার সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার্থী তার বিষয় নির্বাচন করে,

▨ মনোবিজ্ঞান নির্ভর :- আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ শিশুর চাহিদা, ক্ষমতা, সামর্থ্য ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়, তাই পাঠক্রম মনোবিজ্ঞান সম্মত,

▨ সমন্বয়ধর্মী :- একটি আদর্শ পাঠক্রমে সব ধরণের অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে থাকে যেমন — দৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি অর্থাৎ পাঠক্রমে বহুমুখী বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে থাকে,

▨ জীবনাদর্শ গঠন :- পাঠক্রমের মধ্যে যে সকল বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবনাদর্শ গঠন করতে পারে,

▨ শ্রেণী ও শ্রেণী বহির্ভূত অভিজ্ঞতা :-

একটি আদর্শ পাঠক্রমের মধ্যে শ্রেণী ও শ্রেণী বহির্ভূত অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে শিক্ষার্থী যেমন শ্রেণীর অভ্যন্তরীন অভিজ্ঞতাগুলি অর্জন করবে তেমনি শ্রেণীর বহির্ভূত অভিজ্ঞতা সম্পর্কের ধারণা অর্জনের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থী সব ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাঠক্রম পেয়ে থাকে।

▨ বাস্তব ভিত্তি :- পাঠক্রম বাস্তব বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয় যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাস্তব সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারে।

▨ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের ওপর গুরুত্ব :-

পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকের জন্য সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে আধুনিক পাঠক্রমে যে সকল পাঠক্রমের কথা বলা হয়েছে তা কোনো সময় স্থির নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

---

7) Types of curriculum (পাঠক্রমের প্রকারভেদ শ্রেণীবিভাগ ?)

⇒ প্রতিটি দেশের শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় হল পাঠক্রম। ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের পরিবর্তনের প্রয়োজন, এই প্রয়োজন থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পাঠক্রমের উদ্ভব ঘটেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রম গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, তা হল —

(A) বিষয়ভিত্তিক বা গতানুগতিক পাঠক্রম
(B) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম
(C) অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম
(D) অবিচ্ছিন্ন বা সমন্বিত পাঠক্রম
(E) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম

(A) বিষয়ভিত্তিক বা গতানুগতিক পাঠক্রম-

গতানুগতিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে কতগুলি বিষয় তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করে। যেমন- ভাষা, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্থাৎ আমাদের দেশে সাধারণত শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে যে পাঠক্রম প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানে রয়েছে তাকে বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রম বলে।

সংজ্ঞা :- যে পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য শুধু কিছু পাঠ্যবিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয় তাকে বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রম বলে।

উদাহরণ :- গণিত বিষয়ের মধ্যে শিক্ষার্থীর যুক্তি শক্তি বা বিচারকরণ ক্ষমতা রয়েছে।

সুবিধা :

এই পাঠক্রমের যেসকল সুবিধাগুলি আমরা দেখতে পায় তা হল—

(i) বৌদ্ধিক বিকাশ :-
গতানুগতিক পাঠক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়তা করা। এই পাঠক্রমের সাহায্যে শিক্ষার্থীর চিন্তা শক্তি, বিচার ক্ষমতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

(ii) সহজে সংগঠন :- গতানুগতিক পাঠক্রম রচনার জন্য বিশেষ কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না বলে এই পাঠক্রম সহজেই সংগঠন করা যায়।

(iii) সহজ পরিচালনা :- এই পাঠক্রম যে কোনো শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে সহজে পরিচালনা করতে পারে। এই পাঠক্রম বিষয়ভিত্তিক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে।

(iv) নির্দিষ্ট সময়ভিত্তি :- গতানুগতিক পাঠক্রম একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্তরের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।

অসুবিধা / সীমাবদ্ধতা / ত্রুটি :

গতানুগতিক বা বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রমে উপরিউক্ত সুবিধাগুলি থাকলেও কিছু অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হল—

(i) অমনোবৈজ্ঞানিক :-
এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর চাহিদা, সামর্থ্য, প্রবণতা ইত্যাদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না, ফলে পাঠক্রমটি অমনোবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়ে।

(ii) অপরিবর্তনীয় :- এই পাঠক্রম অপরিবর্তনীয়। কারণ ব্যাক্তির চাহিদা ও সমাজের পরিবর্তনকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

(iii) ব্যাক্তিবৈষম্যের গুরুত্বের অভাব :-

গতানুগতিক পাঠক্রমে ব্যাক্তিবৈষম্যকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না,

(iv) বৃত্তিশিক্ষা বর্জিত :-

গতানুগতিক পাঠক্রমে বৃত্তিশিক্ষার কোনো সুযোগ নেই।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে বিষয়কেন্দ্রিক গতানুগতিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক প্রভৃতি দিকে আংশিক প্রভাহিত করে।

(B) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম

গতানুগতিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবনের মধ্যে সম্পর্কহীন, তা শিক্ষাবিদগণের মতে, যে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সে শিক্ষা ব্যাক্তির কাছে মূল্যহীন। তাই গতানুগতিক পাঠক্রমে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী যে পাঠক্রম গড়ে উঠেছে তাই হল কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

According to 'John Dewey'

"শিশুর ব্যাক্তিগত চাহিদা ও আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ হল কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম।"

According to

"কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কর্মেন্দ্রিয় মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বিকাশ ঘটে।"

সুতরাং, যে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও কর্ম অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে গড়ে উঠেছে। তাই বলা হয় কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

বৈশিষ্ট্য :- কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা হল—

(i) সক্রিয়তা : কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল শিশুর সক্রিয়তা, কারণ এই পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলে।

(ii) বৈচিত্র্যপূর্ণ : এই পাঠক্রম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ~~উভয়~~ উভয় ধরনের বিষয় নির্বাচন করা হয় বলে পাঠক্রম বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

(iii) সর্বাঙ্গীন বিকাশ : এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর সকল দিকের অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি দিকের বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(iv) বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত :

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম রচিত হয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে।

শ্রেণীবিভাগ :-

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমকে প্রধানত ছয়ভাগে ভাগ করা যায়—

1) দৈহিক কার্যাবলী — শারীর শিক্ষা, খেলাধুলা ইত্যাদি।
2) পরিবেশভিত্তিক কার্যাবলী — বৃক্ষরোপণ, জলদান
3) গঠনমূলক কার্যাবলী — ফিনাইল তৈরি, সাবান তৈরি, বাগানের কাজ।
4) সৃজনাত্মক কার্যাবলী — ছবি আঁকা, গান
5) কল্পনাত্মক কার্যাবলী — অভিনয়, গল্প রচনা
6) সামাজিক কার্যাবলী — সমাজসেবামূলক কাজ।

সুবিধা :-

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের সুবিধাগুলি হল—

⊛ দৈহিক বিকাশ :

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম কর্মকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয় বলে এটি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে।

⊛ বৌদ্ধিক বিকাশ :

এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশের পাশাপাশি বৌদ্ধিক বিকাশও ঘটিয়ে থাকে।

⊛ প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঃ

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীর মধ্যে আবেগ প্রক্ষোভগুলি বিকাশে সহায়তা করে। ফলে শিক্ষার্থী রাগ, ভয়, ঘৃণা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে।

⊛ স্বনির্ভরতা অর্জন ঃ

এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে স্বনির্ভর, দায়িত্ববান এবং কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক তৈরিতে সহায়তা করে থাকে।

⊛ শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি ঃ

এই পাঠক্রম অনুশীলন করতে শিক্ষার্থীদের হাতেনাতে কাজ করতে হয়। অর্থাৎ পরিশ্রম করতে যা তাদের মধ্যে মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে।

▨ অসুবিধা ঃ—

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের অসুবিধাগুলি হল—

(i) শিক্ষার প্রতি আকর্ষণের অভাব ঃ

কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সম্পূর্ণ ভাবে কর্মে নিযুক্ত করে। ফলে শিক্ষার প্রতি কোনো ঝোঁক থাকে না।

(ii) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ঃ

এই পাঠক্রম পরিচালনার জন্য যে ধরণের শিক্ষকের প্রয়োজন তার অভাব রয়েছে।

(iii) শিক্ষালয়ের অভাব ঃ

এই পাঠক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোযুক্ত শিক্ষালয়ের প্রয়োজন যার অভাব রয়েছে।

সুতরাং, এই পাঠক্রমের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও আধুনিক শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রমের সঙ্গে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের পার্থক্য:

⇒ বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রমের সঙ্গে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল —

পার্থক্য

সংজ্ঞা: যে পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয় তাকে বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রম বলে।

যে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ও কর্ম অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে গড়ে উঠেছে তাকেই বলা হয় কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

(i) **উদ্দেশ্য:**

গতানুগতিক পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশ সাধন।

অপরদিকে, কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন।

(ii) **প্রকৃতি:**

বিষয়ভিত্তিক বা গতানুগতিক পাঠক্রম অপরিবর্তনীয় এবং গতিহীন।

অপরদিকে, এই পাঠক্রম পরিবর্তনশীল এবং বাস্তবধর্মী।

(iii) **উপাদান:**

এই পাঠক্রমের উপাদান হল মানসিক বিকাশ উপযোগী পাঠ্য বিষয়সমূহ।

অপরদিকে, এই পাঠক্রমের উপাদান হল দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও বুদ্ধিমূলক কার্যাবলির সমন্বয়।

(iv) **অনুশীলন:**

গতানুগতিক পাঠক্রমের বিষয়গুলির অনুশীলন শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

অপরদিকে, কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের বিষয়গুলির অনুশীলন শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরে সংগঠিত হয়ে থাকে।

(v) শিক্ষকের ভূমিকা :

গতানুগতিক পাঠক্রম হল শিক্ষক নির্ভর প্রক্রিয়া, শিক্ষকের ভূমিকা হল নিয়ন্ত্রক ও পরিচালকের।

অপরদিকে, কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম হল শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। তাই এক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা হল বন্ধু, সহায়ক ও দার্শনিক।

(vi) ভিত্তি :

এই পাঠক্রম হল তাত্ত্বিক ও আদর্শভিত্তিক।

অপরদিকে, এই পাঠক্রম তত্ত্বগত আদর্শের সঙ্গে বাস্তব উপযোগিতার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করে।

(vii) লক্ষ্য :

গতানুগতিক পাঠক্রমের লক্ষ্য হল সংকীর্ণ,

অপরদিকে, কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের লক্ষ্য হল ব্যাপক।

(viii) পঠন পদ্ধতি :

এই পাঠক্রম আয়ত্ত করতে গতানুগতিক পঠনপাঠন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

অপরদিকে, এই পাঠক্রম অনুশীলনে আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়।

(ix) জ্ঞানের বিচ্ছিন্নকরণ :

এই ধরণের পাঠক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপন করা হয়।

অপরদিকে, এই পাঠক্রমে জ্ঞানের সমন্বয় ঘটে থাকে।

সুতরাং, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, গতানুগতিক পাঠক্রম ও কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত, তবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় গতানুগতিক পাঠক্রমের চেয়ে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রমের গুরুত্ব বেশি।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম

আধুনিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা। তাই অনেক শিক্ষাবিদগণ মনে করেন শিক্ষার পাঠক্রমের উপাদান হবে কয়েকটি সমবায়, যার দ্বারা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

সংজ্ঞা :

According to 'John Dewey' —

"শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনর্সৃজনের প্রক্রিয়া।"

সুতরাং, যে পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উদ্দেশ্যানুযায়ী কতগুলি অভিজ্ঞতার সমন্বয় তাকেই অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য :

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(i) পূর্ব পরিকল্পিত :-
এই পাঠক্রমে যেসমস্ত অভিজ্ঞতা গুলি স্থান পায় সেগুলি পূর্ব পরিকল্পিত এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে থাকে।

(ii) অভিজ্ঞতাসমন্বয় :-
এই ধরণের পাঠক্রমের মধ্যে কর্মমূলক ও জ্ঞানমূলক সব ধরণের অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(iii) শিক্ষার্থীর চাহিদা নির্ভর :
এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর চাহিদাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

(iv) বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক :
অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমে যেসকল বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত ঘটে তা সবই বাস্তব।

উপযোগিতা / সুবিধা

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমে যেসকল সুবিধাগুলি লক্ষ্য করা যায়, তা হল —

(i) মনোবিজ্ঞান সম্মত :
এই পাঠক্রম মনোবিজ্ঞান নির্ভর হওয়ায় শিক্ষার্থীরা, তাদের চাহিদা, প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষালাভ করে।

(ii) অভিজ্ঞতা সমন্বয়/ বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞানলাভ :

এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে জ্ঞানমূলক, কর্মমূলক, সামাজিক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটে যা শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে।

(iii) আগ্রহের সঞ্চার :

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটার ফলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্নমুখী জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পায়, যা তাদের শিক্ষাগ্রহনে আগ্রহী করে তোলে।

(iv) স্বাধীনভাবে শিক্ষালাভ :

এই পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে।

◻ সীমাবদ্ধতা / অসুবিধা :

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমে সুবিধাগুলি থাকলেও এর কিছু ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা দেখতে পাওয়া যায়। সেগুলি হল —

(i) প্রয়োগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ :-

অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমে এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলি শিক্ষার সকল তাত্ত্বিক দিকগুলি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়।

(ii) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব :-

এই পাঠক্রমকে সঠিকভাবে কার্যকরী করে তুলতে হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, কিন্তু সে ধরণের শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

(iii) সময় সাপেক্ষ :-

সমগ্র পাঠক্রমকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে হলে অনেক সময় লাগে।

সুতরাং, অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রমের উপরিউক্ত কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে খুবই উপযোগী। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনোবিদগণ এই জাতীয় পাঠক্রমের অনুশীলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

অবিচ্ছিন্ন বা সমন্বয়ী পাঠক্রম

আধুনিক শিক্ষা হল বারবাহিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া। প্রত্যেক ব্যক্তি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জন্মের পর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাগুলিকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুঅভ্যাস গঠন করা যায়। এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়েই যে পাঠক্রম তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম।

সংজ্ঞা :

শিক্ষাবিদ N.L. Bossing বলেছেন —

"অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম হল এমন কতগুলি নির্বাচিত অভিজ্ঞতার সমন্বয় যা শিক্ষার্থীকে বিস্তৃত জ্ঞানের বারণা প্রদান করে।"

সুতরাং, যে পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুঅভ্যাস গঠন, কর্মদক্ষতা ও জীবনাদর্শ গঠনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বারবাহিক সমন্বয় ঘটে তাকে বলা হয় অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম।

উপযোগিতা :

অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের সুবিধাগুলি হল —

(i) শিক্ষায় সমতা বজায় :- এই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় সমাজের সকল ব্যক্তির কথা বিবেচনা করে স্থির করা হয়, তাই এই পাঠক্রম সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষায় সমতা অর্জন করে।

(ii) পরিচালনার সুবিধা :- অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় রেখে সংগঠিত করা হয় বলে এই পাঠক্রম পরিচালনা করতে কোনো অসুবিধা হয় না।

(iii) শিক্ষণ ও শিখন সহায়তা :- এই পাঠক্রমে বিষয়বস্তুকে এমনভাবে সংগঠিত করা হয় যার ফলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তার কোনো পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

(iv) জ্ঞানের সমন্বয় :- এই পাঠক্রমে বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করা হয়।

অসুবিধা :

(i) এই পাঠক্রমে সব বিষয়গুলির মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব নয়।

(ii) বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে অনেক সময় ভ্রান্তধারণার সমন্বয় হয়।

সুতরাং, উপরিউক্ত কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রমের বারণা আধুনিক শিক্ষাকে একটি নতুন মাত্রা দান করেছে।

জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম

বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো, তাই সেই শিক্ষা হবে শিশুর দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। শিশুর জীবনকেন্দ্রিক করে পাঠক্রম সংগঠিত হবে,

◻ সংজ্ঞা :

According to 'John Dewey'—

"Education is life itself and not a preparation for life" অর্থাৎ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষাই হল জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা,

সুতরাং, যে পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত তাই হল জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

◻ উপযোগিতা :

জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমের যেসকল উপযোগিতাগুলি দেখা যায়। সেগুলি হল —

(i) শিক্ষার্থীর চাহিদাভিত্তিক :-

এই পাঠক্রমের উপাদানগুলি শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে এই পাঠক্রম সংগঠিত হয়ে থাকে,

(ii) দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত :-

এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত। ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে।

(iii) পরিবর্তনশীল :-

সমাজ পরিবর্তনশীল ব্যক্তি এবং সমাজের চাহিদা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে,

(iv) কর্মকেন্দ্রিক :-

এই পাঠক্রমে এমন সব বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যত জীবনে স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারবে,

(iv) দৈহিক ও মানসিক বিকাশ :-

এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে গড়ে তোলে।

(v) সামাজিক বোধের বিকাশ :

এই পাঠক্রম সমাজের চাহিদাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক বোধের বিকাশ ঘটে।

(vi) শূন্যবোধের বিকাশ :-

এই পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থীর সাযুজ্যের বিকাশ ঘটে যেমন - সহানুভূতি, সহযোগিতা প্রভৃতি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় শিক্ষার্থীর সকল দিকের বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

3) Principle of curriculum construction — পাঠক্রম রচনার নীতি?

OR, পাঠক্রম সংগঠনের নীতিগুলি আলোচনা কর?

⇒ শিক্ষার লক্ষ্যকে সফল করতে প্রয়োজন হয় একটি উপযুক্ত পাঠক্রমের তাই শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নীতি অনুসরণ করে পাঠক্রম রচনার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ N.L. Bossing পাঠক্রম রচনায় শিক্ষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে বলেছেন — "In a real sense the teacher must carry the major responsibility in curriculum making for the learner." অর্থাৎ শিক্ষার্থীর পাঠক্রম রচনায় শিক্ষকের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে।

একটি আদর্শ পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই তিনটি মৌলিক নীতি হল —

(A) পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন সংক্রান্ত নীতি,
(B) পাঠক্রমের উপাদান বিন্যাস সংক্রান্ত নীতি,
(C) পাঠক্রমের শিক্ষাগত নীতি,

পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন সংক্রান্ত নীতি

একটি আদর্শ পাঠক্রম রচনা করতে গেলে বিষয়বস্তু নির্বাচন সংক্রান্ত যে নীতিগুলি অনুসরণ করতে হয় সেগুলি হল—

(i) শিশুকেন্দ্রিকতা নীতি :-

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর চাহিদা, ক্ষমতা, আগ্রহ প্রভৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে পরিচালিত হয় তাই এই শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বলা হয়। তাই শিশুকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা প্রয়োজন।

(ii) সক্রিয়তার নীতি :-

একটি আদর্শ পাঠক্রম রচনার সময় সক্রিয়তার নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। পাঠক্রমে সক্রিয়তামূলক কার্যাবলি হল— খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

(iii) বহুমুখীতা ও বৈচিত্র্যতার নীতি :-

আদর্শ পাঠক্রমে অবশ্যই বহুমুখীতা ও বৈচিত্র্যতার গুণ থাকা প্রয়োজন। তাই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(iv) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি :-

আদর্শ পাঠক্রম রচিত হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর চাহিদা, সামর্থ্য, প্রবণতা, মনোভাব এক নয়, তাই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচন সংক্রান্ত আরও বেশ কিছু নীতি রয়েছে সেগুলি হল—

(i) সৃজনশীলতার নীতি
(ii) সমাজকেন্দ্রিকতার নীতি
(iii) গণতান্ত্রিকতার নীতি
(iv) কৃষ্টির সংরক্ষণের নীতি।

(B) পাঠক্রমের উপাদান বিন্যাস সংক্রান্ত নীতি :

পাঠক্রম রচনার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল পাঠক্রমের উপাদান বিন্যাস সংক্রান্ত নীতি। এগুলি হল —

(i) সমন্বয়ের নীতি :-

একটি আদর্শ পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সমাজের চাহিদার মধ্যে সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধন করলে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা অনেক বেশি উপযোগী হয়ে উঠবে।

(ii) ক্রমবিন্যাসের নীতি :-

পাঠক্রম রচনার সময় বিষয়বস্তুগুলিকে ক্রমবিন্যাসের নীতি অনুসরণ করে সাজানো প্রয়োজন।

(C) পাঠক্রমের ক্রিয়াগত নীতি :

পাঠক্রম রচনার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি হল পাঠক্রমের ক্রিয়াগত নীতি। এগুলি হল —

(i) কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি :-

আধুনিক পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়বস্তু কোন কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত তা শিক্ষার্থীদের সামনে নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। পাঠক্রম রচনার এই নীতিকে বলা হয় কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি।

(ii) নমনীয়তার নীতি :-

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, ফলে ব্যক্তির চাহিদা ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পাঠক্রমের বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। এই নীতিকে বলা হয় নমনীয়তার নীতি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে আধুনিক পাঠক্রম রচনার জন্য উপরিউক্ত নীতিগুলিকে স্বার্থক সমন্বয় প্রয়োজন। এই নীতিগুলির যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে তবেই একটি আদর্শ পাঠক্রম রচনা করা যাবে।